কমপিউটার ব্যবহারকারীর মারাত্মক দশ ভুল

তাসনীম মাহমুদ

মানুষ মাত্রই ভুল- চিরসত্য এক প্রবাদবাক্য। ভদ্রতাবোধে Sorry বলেই আমরা অনেক সময় সাধারণ ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি থেকে পার পেয়ে যাই বা ক্ষমা পেয়ে যাই তেমন কোনো ক্ষতি ছাড়াই। হয়তোবা কখনো কখনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় সাময়িকভাবে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে তেমনটি কখনো হয় বা হতে দেখা গেছে কি?

অনেকের কাছে কমপিউটার এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু কমপিউটারের ব্যবহারকারী ও উদ্ভাবক হলো মানবজাতি- যাদের রয়েছে আবেগ অনুভূতি, সাধারণ ভুলভ্রান্তি। কমপিউটার ব্যবহারকারীর সাধারণ ভুল এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে জটিল প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে। প্রযুক্তিপণ্য বিশেষ করে কমপিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হলে Sorry বলে পার পাওয়া যায় না। সাধারণত ব্যবহারকারীর অসতর্কতার কারণেই যেমন ভুলভ্রান্তি হয়, তেমনই হয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ত্রুটির কারণে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা তাদের কমপিউটিং অভিজ্ঞতার মাঝেমধ্যে হোঁচট খান খুব সাধারণ ও তুচ্ছ ভুলের কারণে। আর এ সত্য উপলব্ধিতে কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ ব্যবহারকারীর পাতায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে কমপিউটার ব্যবহারকারীর খুব সাধারণ তথা কমন দশটি ভুল এবং তা এড়ানোর কৌশল, যেগুলো সম্পর্কে আমরা বরাবরই উদাসীন থাকি।

দুর্ঘটনাক্রমে শেয়ারিং

একটি কাগজে একটি ডকুমেন্ট বা ফটোগ্রাফ যেভাবে রাখবেন ঠিক সেভাবেই পাবেন, কিন্তু এ বিষয়টিকে যদি কমপিউটার স্ক্রিনের ক্ষেত্রে চিন্তা করা হয় তাহলে আপনি কিছুটা হোঁচট খাবেন। অনেক ফাইলে গোপন তথ্য সম্পৃক্ত থাকে, যেমন ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে যেদিন ছবি তোলা হবে ডিজিটাল ক্যামেরা ওই দিনের সময় এবং এক্সপোজার সেটিং যুক্ত করে। আবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ডকুমেন্ট সেভ করলে ডকুমেন্টে যুক্ত হতে পারে অথারের নেম, রিভিশন ডেট এবং নাম্বার অথবা টেক্সট তৈরি করতে কত সময় লেগেছে ইত্যাদি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ফাইলের ভেতরের গোপন তথ্য তথা মেটা ডাটা তেমন কোনো বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে না। ডিজিটাল ক্যামেরায় ফটো তোলার দিন-তারিখ জানতে পারলে আপনি উল্লেখ করতে পারবেন এই সময় সংশি-ষ্ট ব্যক্তি কোথায় ছিলেন। এ ধরনের তথ্য আপনি জানতে পারবেন উইন্ডোজে একটি ফাইলে ডান ক্লিক করে Properties অপশন সিলেক্ট করে। Details ট্যাবে ক্লিক করলে Remove Properties and Personal Information অপশন পাবেন। কতটুকু মেটা ডাটা অপসারণ করা যাবে তারও একটা সীমা রয়েছে। যদি আপনি কোনো ডকুমেন্টে কাজ করতে থাকেন যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ অথবা গোপনীয়; সেক্ষেত্রে ভালো হয় ওয়ার্ডের Save as... ফিচার ব্যবহার করে ডকুমেন্টকে টেক্সট অনলি হিসেবে সেভ করা। কিন্তু এ কাজটি আমরা প্রায় সময় করতে ভুলে বা এড়িয়ে যাই।

ইউএসবি ড্রাইভ ড্যামেজ করা

ইউএসবি ডিভাইস খুব কার্যকর এক মাধ্যম হলেও একে সহজেই কশাঘাত করা যায়, ক্ষতি করা যায় উইন্ডোজের কোনো প্রসেস সম্পন্ন হওয়ার আগে প-াগ আউট করার মাধ্যমে। এর ফলে নির্দিষ্ট এই তথ্য স্টোর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। উদাহরণ হিসেবে প্রিন্টারের মতো ডিভাইসের কথা বলা যেতে পারে। যেমন : ইউএসবি ডিভাইসে রক্ষিত কোনো ডাটার প্রিন্ট শেষ হওয়ার আগে, ইউএসবি ডিভাইসকে বের করে ফেললে। এক্ষেত্রে পিসিকে কখনো কখনো রিস্টার্ট করতে হতে পারে, আবার প্রিন্ট জব শুরু করার আগে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে স্টোরেজ ডিভাইসে ডাটা হারিয়ে যেতে পারে বা ইতোমধ্যে ধারণ করা ডাটার সাথে নতুন ফাইল তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য উইন্ডোজ নোটিফিকেশন এরিয়ার Safely Remove Hardware আইকনে ডাবল ক্লিক করুন কমপিউটারের রিমুভেবল ডিভাইসের লিস্ট পাওয়ার জন্য। এরপর কাঙ্ক্ষিত ডিভাইস সিলেক্ট করে Ok-তে ক্লিক করুন। এর ফলে উইন্ডোজ আপনাকে বলে দেবে নিরাপদে কখন ডিভাইস অপসারণ করা যাবে। কিন্তু এ ধরনের সাধারণ কাজটি করতে আমরা প্রায়শ ভুলে যাই।

আনলক অবস্থায় পিসি বাতিল করা

পাসওয়ার্ডবিহীন পিসি অনেকটাই তালাবিহীন উন্মুক্ত বাড়ির প্রধান ফটকের মতো। এমন অবস্থায় অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি বা পথভ্রষ্টদের প্রতিহত করতে ব্যবহারকারীকে কিছুটা কৌশলী হতে হবে।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য Start বাটনে ক্লিক করে Start Menu-এর সার্চবক্সে User টাইপ করে User Accounts-এ ক্লিক করতে হবে। আর এক্সপির ক্ষেত্রে Control Panel-এ User Accounts-এ ক্লিক করতে হবে। এতে Control Panel টুল চালু হয়, যার মাধ্যমে আপনার নিজের এবং অন্য ইউজার অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন অথবা যুক্ত করতে পারবেন। বেশিরভাগ পাসওয়ার্ড প্রোটেকশনের জন্য Start Menu ব্যবহার হয়, শর্টকাটের জন্য সবসময় ব্যবহার করুন স্টার্টমেনু, যখনই কমপিউটারকে বিরত রাখবেন বা ত্যাগ করবেন তখনই লগঅফ বা লক করা উচিত। এজন্য উইন্ডোজ কী চেপে L কী চাপতে হবে একত্রে, যা সচরাচর করা হয় না।

মিথ্যা বিপদ সঙ্কেতে আকৃষ্ট হওয়া

অনেক বৈধ প্রোগ্রাম মেসেজ ডিসপে- করে যে, প্রোগ্রামটি সেকেলে হয়ে গেছে বা তারা কোনো সমস্যা শনাক্ত করতে পেরেছে। এ ধরনের মিথ্যা মেসেজের মাধ্যমে হ্যাকার এবং ডাটা চোরারা ব্যবহারকারীদেরকে প্ররোচিত করে অপ্রত্যাশিত ক্ষতিকর সফটওয়্যার ইনস্টল করাতে অথবা কখনো কখনো উন্মোচন করে নেয় ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ফিন্যান্সিয়াল গোপন বৃত্তান্ত।

এক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে প্রথম নিয়মটি হলো- আপনার কমপিউটারটি যে আপ টু ডেট আপডেটেড এবং ভাইরাস থেকে নিরাপদ তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে ক্লিক করার আগেই। যদি আপনার ভাইরাস স্ক্যানার সতর্ক করে যে আপনার কমপিউটার ভাইরাস আক্রান্ত, তাহলে চেক করে দেখুন আপনি যে সফটওয়্যারটি কমপিউটারে ইনস্টল করেছেন মেসেজটি সেখান থেকে এসেছে কিনা। যদি না হয়, তাহলে তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আবার কখনো কখনো অন্যান্য ওয়েবপেজ পপআপ উইন্ডো প্রদর্শন করতে ▸

পারে, যেখানে উলে-খ থাকে যে আপনার কমপিউটারটি েস-া (Slow) অথবা আপনার দরকার কিছু ধরনের স্ক্যান। প্রকৃত অর্থে এগুলো সবই স্ক্যাম, যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যবহারকারীর।

সম্প্রতি ধারণা করা হয় যে Microsoft employees পিসির সমস্যা সমাধান করার অফার করে। আসলে এ ধরনের কোনো কিছু মাইক্রোসফট অফার করে না যদি না ব্যবহারকারীর সাথে সুনির্দিষ্ট কোনো সাপোর্টের চুক্তি হয়ে থাকে। সুতরাং নিজেকে রক্ষা করার জন্য এসব প্রলোভনমূলক মেসেজের ফাঁদ এড়িয়ে চলা উচিত সবাইকে। কিন্তু, আমরা তা না করে বরাবরই নিজেদেরকে হ্যাকারদের কাছে তুলে দিই।

ভুল কম্পোনেন্ট কেনা

নতুন পিসি কেনার ক্ষেত্রে কিংবা পিসির কোনো অংশ আপগ্রেড করার আগে বিস্তারিত তথ্য জেনে কেনা উচিত কিংবা বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ কারো সহায়তা নিয়ে কেনা উচিত। অথচ বিষয়টিকে আমরা অনেকেই গুরুত্ব দিই না। যার ফলে বাজে, পুরনো সেকেলে প্রযুক্তিপণ্য কিনে ঠকতে হয় কিংবা ব্যয়বহুল এবং ইনকম্প্যাটিবল পণ্য কিনে অর্থের শ্রাদ্ধ করতে হয়।

যদি পিসি আপগ্রেড করতে চান, তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো পিসি প্রস্তুতকারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে উপদেশ নেয়া কিংবা সরাসরি তাদের কাছ থেকে পণ্য কেনা। অবশ্য এতে যে ব্যয় সাশ্রয়ী হবে তেমন আশা করা যায় না, তবে আপগ্রেডেশন যে যথার্থ হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। যদি শুধু মেমরি কিনতে চান, তাহলে অনলাইন থেকে তথ্য জেনে নিয়ে কিনুন। তবে যাই কিনুন না কেন অনলাইন থেকে যথাযথ তথ্য জেনে নিয়ে কিংবা অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে কেনা উচিত। কিন্তু এমনটি হতে দেখা যায় না সচরাচর।

একই পাসওয়ার্ড বারবার ব্যবহার করা

ডকুমেন্টের নিরাপত্তার জন্য সব সময় পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেমন উচিত তেমনই উচিত জটিল ধরনের হওয়া। তবে আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যবহারকারী আছেন যারা পাসওয়ার্ড মনে রাখার সুবিধার্থে বিভিন্ন ডকুমেন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন, যা এক বাজে ধারণা বা বদঅভ্যাস এবং মারাত্মক ভুল। এছাড়া পাসওয়ার্ড লিখে রাখা বা আপনার কমপিউটারে বা মোবাইল ফোনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফিন্যান্সিয়াল ডিটেইলসের সাথে রাখাটাই মারাত্মক ভুল। কেননা আপনার পিসি বা মোবাইল ফোন যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় কিংবা এগুলো যদি সবাই ব্যবহার করার সুযোগ পায় তাহলে খুব সহজেই আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্যের নাগালে পৌঁছে যেতে পারে আপনার অজান্তেই।

যদি আপনাকে পাসওয়ার্ড লিখে রাখতেই হয়, তাহলে তা অন্য কোথাও ছদ্মনামে রাখুন যেমন মিথ্যে শপিং লিস্টে বা অ্যাড্রেসবুকে। যদি আপনার স্মার্টফোন থাকে তাহলে নিশ্চিত করুন যে এটি যেনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যায় যখন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকবে। যদি আপনার স্মার্টফোনটি হারিয়ে যায়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ফোন নেটওয়ার্ককে অবহিত করুন এবং সাথে আপনার পাসওয়ার্ড বদলিয়ে ফেলুন।

ক্র্যাক করা

সফটওয়্যার বেশ ব্যয়বহুল, তাই যদি সফটওয়্যারের জন্য অনলাইনে খোঁজ করেন, তাহলে বেশিরভাগ অ্যাপি-কেশনের ফ্রি ক্র্যাক ভার্সন পাবেন। এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে আপনার জন্য আরেক ভুল। আপনি কপিরাইট ছবি, টিভি এবং মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন বিনা পয়সায়। তবে এমন কাজ করা ঠিক নয় একাধিক কারণে। প্রথমত এটি বেআইনি তথা আইনবহির্ভূত কাজ যার কারণে আপনাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ক্র্যাক করা সফটওয়্যার প্রায় সময় ধারণ করে অন্যান্য ক্ষতিকর তথা ম্যালিশাস সফটওয়্যার, যা আপনার পিসির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে বা অন্যদেরকে ডাটা চুরি করার পথ উন্মোচন করে দিতে পারে।

আপনি বৈধ সফটওয়্যার কেনার ক্ষেত্রে অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন। এজন্য খোঁজ করে দেখুন সফটওয়্যার পাবলিশার সফটওয়্যারের কোনো সংক্ষিপ্ত ভার্সন বা ফ্রি ভার্সন বা ট্রায়াল ভার্সন অবমুক্ত করেছে কিনা।

শিথিল সিকিউরিটি

যদি আপনার কমপিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হয়, তাহলে আপনার ডাটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং আপনার কমপিউটার খুব বাজে আচরণ করতে পারে কিংবা উইন্ডোজ স্টার্ট হতে নাও পারে। অন্যান্য সফটওয়্যার আপনার পিসিকে তালিকাভুক্ত করতে পারে স্প্যামার নেটওয়ার্কে যেখান থেকে আপনার অজান্তে আপনার সম্মতি ছাড়া আপনার কাছে পাঠানো হবে প্রতিদিন শত শত জাঙ্ক মেইল।

আমরা অনেকেই আগে থেকে নিরাপত্তা সংশি-ষ্ট বিভিন্ন ধরনের সতর্ক বার্তা পেয়ে থাকি। কিন্তু এ বিষয়টিকে আমরা অনেকেই গুরুত্ব দেই না। আবার নিরাপত্তা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও সাধারণ তিনটি ভুল করে থাকেন। যেগুলোর সবই নিরাপত্তাসংশি-ষ্ট। প্রথমত নতুন পিসি ব্যবহার করার সময় সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইনস্টল না করা, দ্বিতীয়ত আপডেটেড সিকিউরিটি সফটওয়্যার ইনস্টল না করে ব্যবহার করা এবং তৃতীয়ত সিকিউরিটি সফটওয়্যার রিপে-স না করে মেয়াদ শেষ হওয়ার সুযোগ দেয়া। এসব কিছুই এড়িয়ে যাওয়া যায়। তাই এখনই আপনার সিকিউরিটি সফটওয়্যার চেক করে দেখুন। যদি আপডেটেড না হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তা আপডেট করুন যা এক ক্লিকেই করা সম্ভব।

আপডেট না থাকলে

সফটওয়্যার আপডেট ইনস্টল করা অনেক সময় ঝামেলাদায়ক কাজ মনে হয় বিশেষ করে সব কাজ সেভ করার পর ও কমপিউটার রিস্টার্ট করা। তবে আপডেটকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সিস্টেমকে সবচেয়ে বাজেভাবে অর্গানাইজ করা যা হবে মারাত্মক ভুলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। উইন্ডোজ এবং অন্যান্য যেসব প্রোগ্রাম কমপিউটারে রান করে সেগুলো বেশ জটিল মানবসৃষ্ট। সুতরাং ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। আর এসব ভুলকে কাজে লাগিয়ে অপরাধী চক্র আপনার কমপিউটারকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সংশি-ষ্ট আপডেট প্রয়োগ করবেন। আমাদের সবার মনে রাখা দরকার হ্যাকাররা ভলনিয়ারিবিলিটি বের করে তাদের স্বার্থ হাসিল করে সিস্টেম ফিক্স করার আগেই। তবে মাইক্রোসফটের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তার নিজস্ব সফটওয়্যারে এমনটি ঘটে অন্যান্য সিস্টেমের তুলনায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

এক্ষেত্রে নিজের সিস্টেম রক্ষার্থে স্টার্ট মেনুর সার্চ বক্সে update টাইপ করে এন্টার করে windows Update চালু করতে হবে। এরপর বাম দিকের প্যানে Change settings-এ ক্লিক করুন এবং চেক করে দেখুন আপনার সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট সেট করা আছে কিনা অর্থাৎ Microsoft Update বক্সে টিক করা আছে কিনা। উইন্ডোজ এক্সপির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক্সপে-ারার চালু করে www.windowsupdate.com সাইটে ভিজিট করুন। বেশিরভাগ নন-মাইক্রোসফট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে check for update অপশন যেনো থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যাকআপ না থাকা

উপরে উলি-খিত বেশিরভাগ ভুলের কারণে আপনার মূল্যবান ডাটা হারিয়ে যেতে পারে। তবে সবচেয়ে সাধারণ ভুল হলো নিয়মিতভাবে ব্যাকআপ না করা। আর এ অতিসাধারণ ভুলের কারণে আপনার কমপিউটারের সব ডাটা হারিয়ে যেতে পারে।

তবে স্বস্তির বিষয় হলো উইন্ডোজ ভিস্তা এবং উইন্ডোজ ৭-এর সব ভার্সনেই ব্যাকআপ সফটওয়্যার থাকে। এই টুল ব্যবহার করার জন্য স্টার্ট মেনুর সার্চ বক্সে backup টাইপ করে এন্টার চাপুন এবং Backup and Restore চালু করুন। এই টুল এক্সপির অনেক ভার্সনেই রয়েছে যা খুঁজে পাবেন স্টার্ট মেনু ওপেন করে। All programs-এ ক্লিক করে System Tools group-এর ভেতরে খুঁজে বের করুন Backup, যা Accessories-এর মধ্যে রয়েছে।

আপনি যে সফটওয়্যারই ব্যবহার করেন না কেনো ব্যাকআপের নিয়ম মেনে চলুন। তবে কখনোই একই ডিস্কে ব্যাকআপ করবেন না যেখানে উইন্ডোজ ইনস্টল করা আছে। নিয়মিতভাবে ব্যাকআপ করুন এবং আপনার ব্যাকআপকে টেস্ট করুন Verify অপশন ব্যবহার করে যদি থাকে। অথবা ডিস্ক ব্রাউজ করে দেখুন সেখানে কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি আছে কিনা।

ফিডব্যাক : *mahmood_sw@yahoo.com*